জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বহু স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের ডাকে বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

—০•০—

৩৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—২৬শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৫৮ ইংরাজী 12th Dec. 1951 | ২৯শ সংখ্যা

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৫৮ সাল।

আপনি না মজিলে পরকে কি মজা'তে পারো?

—•—

ভারতের প্রধান মন্ত্রী এবং কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীজহরলাল নেহরু আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেসকে জয়যুক্ত করিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতীয় বিভিন্ন দলের জনগণকে তিনি অনুরোধ করিয়া বলিয়াছেন যেন স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রচার কার্য্যের জন্য অন্য কাহারও কলঙ্ক বা নিন্দা রটনা (Vilify) যেন কেহ না করেন। এই অনুরোধ খুব মূল্যবান। অন্যের গ্লানি রটনা ভদ্রোচিত কার্য্য নহে ইহা সর্ব্ব-সম্মত।

যখন মহাত্মা গান্ধী তাঁহার দলবলসহ আইনসভা সমূহের নির্ব্বাচন বয়কট করিয়াছিলেন, পণ্ডিত জহরলালের পিতৃদেব স্বর্গীয় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু গান্ধীজীর সহিত একমত না হইতে পারিয়া বাঙলার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহিত যোগ দিয়া নির্ব্বাচনে সরকার-বিরোধী দলকে জয়যুক্ত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া স্বরাজ্য দল গঠন করেন। এই চেষ্টা ফলবতী হইয়া কি প্রাদেশিক কি দিল্লীর ভারতীয় পরিষদে সরকারকে পদে পদে ভোটে নাস্তানাবুদ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রত্যেক ব্যাপারেই গবর্ণরকে বা গবর্ণর-জেনারেলকে ডিটো (বিশেষ ক্ষমতাবলে সার্টিফিকেসন) করিয়া শাসন-কার্য্য চালাইতে হইত।

এই স্বরাজ্য দলের নির্ব্বাচনের সময় কলিকাতা সহরে প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত আত্মীয়তা ও সদ্ভাব রক্ষার যে নমুনা স্বরাজ্য পার্টির স্বনামধন্য ত্যাগী যোধ শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় দেখাইয়াছিলেন, তাহা জীবনে ভুলিব না। চন্দ্র মহাশয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী শ্যামবাজারের খ্যাতনামা স্বর্গীয় ললিতমোহন মিত্র মহাশয়। মিত্র মহাশয়ের পক্ষ হইতে হিন্দু মুসলমান প্যাক্ট পন্থী স্বরাজ্য দলের প্রার্থীর নিন্দা প্রচারের উদ্দেশ্যে মোটর লরীতে গাভী চাপাইয়া তাহার গলায়—"আমাকে রক্ষার জন্য ললিত বাবুকে ভোট দিন" লেখা প্ল্যাকার্ড ঝুলাইয়া সমস্ত কলিকাতা সহর প্রদক্ষিণ আরম্ভ হইল। নির্ম্মল বাবুর পক্ষীয় প্রচারকেরা ইহার পাল্টা প্রচার করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে একটী হাস্যোদ্দীপক গান রচনা করিয়া ১০।১২ মিনিটের মধ্যে প্রেসে মুদ্রণের জন্য বৈঠকখানায় প্রুফ দেখা হইতেছে। নির্ম্মল বাবু তখন উপরে সন্ধ্যা বন্দনা করিতেছিলেন। নীচে আসিবামাত্র তাঁহাকে গানটী শোনানো হইল—তিনি বলিলেন—"পাল্টা গানটী বেশ হ'য়েছে, কিন্তু আমি এটা ছাপাতেও দিব না, বিলি করিতেও দিব না। এতে যে ভাষা আছে, শ্রীমান্ ললিতের পক্ষে তা অকল্যাণ-কর। ওর মা-বাপ আছেন, তাঁরা খুব আঘাত পাবেন। সে আমার স্নেহের পাত্র, আমার পক্ষে এটী প্রচার করা গরু বাহির করা অপেক্ষাও অশোভন।" অকল্যাণকর ভাষা ছিল—

"এখনও মরনি, তবু বৈতরণী,
তরিতে কেন আশা গোপুচ্ছ ধরিয়া।"

নির্ম্মল বাবু প্রুফটি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। গানটী বিলি হইলে যে হৃদয়বিদারক কাণ্ড হইত, তাহা নির্ম্মল বাবুর সৌজন্যের জন্যই হইতে পায় নাই। নির্ম্মল বাবু বিপুল ভোটাধিক্যে নির্ব্বাচিত হইলেন। নির্ব্বাচনের অল্প দিন পরেই মা-বাপের একমাত্র আশা ভরসাস্থল ললিত ইহলোক ত্যাগ করিলেন। নির্ম্মল বাবু এই সংবাদ পাইবামাত্র বলিলেন—দেখ দেখি তোমাদের হুজুগে রাজি হ'লে আজ আমি ললিতের মা-বাবার কাছে মুখ দেখাতে পারতেম কি?

ভারতের প্রধান মন্ত্রী ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নেহেরুজী ভূপালে তাঁহার নির্ব্বাচনী সফরে গিয়া এমন এক সাংঘাতিক উক্তি করিয়াছেন, যাহার কোন ভিত্তি নাই। যিনি সকলকে অন্যের নিন্দা-সূচক উক্তি না করিতে অনুরোধ করিয়া নিজেই তাল ঠিক রাখিতে পারিতেছেন না, ইহা তাঁহার মত দায়িত্বপূর্ণ প্রধান মন্ত্রী ও কংগ্রেসের সভাপতির মুখে শোভা পায় না। তিনি বলিয়াছেন—মহাত্মা গান্ধী হত্যার পশ্চাতে হিন্দু মহাসভার অনেকটা হাত ছিল। তাঁহার এই উক্তির তীব্র সমালোচনা করিয়া শ্রী পি, আর, দাশ উহাকে ভিত্তিহীন ও অসাড় বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন।

শ্রী দাশ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন—আমি হিন্দু মহাসভার সদস্য নহি, এবং এই প্রতিষ্ঠানের সহিত আমার কোনও সংস্রব নাই। গান্ধীহত্যা মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত শ্রী ভি, ডি, সাভারকরের পক্ষে আমি কৌন্সুলী ছিলাম। মহাত্মা গান্ধী হত্যায় হিন্দু মহাসভার হাত ছিল, এইরূপ কোন বিবৃতি বা অপবাদের আমি দৃঢ় প্রতিবাদ করিতে পারি। বোম্বাইএর তদানীন্তন এডভোকেট জেনারেল এবং ভারতের বর্ত্তমান সলিসিটর জেনা-রেল বিচারকালে কোন সময়ে এইরূপ অভিযোগ করেন নাই, এবং সরকারের পক্ষ হইতেও এরূপ মামলা করা হয় নাই। নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে একটি প্রতিষ্ঠানকে এইরূপ নৃশংস অপরাধের সহিত যুক্ত করার প্রচেষ্টা নিতান্তই অন্যায়। আসন্ন নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে এরূপ কোন প্রতিষ্ঠানকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা ব্যক্তি স্বাধীনতা সঙ্ঘের সভাপতি হিসাবে আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। কংগ্রেস সভাপতি ও ভারতের প্রধান মন্ত্রীর মত পদস্থ ব্যক্তির নিকট আরও উন্নত ধরণের সমালোচনা প্রত্যাশা করি। —ইউ, পি,

অন্যের গ্লানি ও নিন্দা প্রচার যিনি পছন্দ করেন না, তাঁহার মুখে একটা এত বড় প্রতিষ্ঠানের ঘাড়ে ঘৃণ্য কর্ম্মের অপবাদ চাপান নিতান্ত অস্বাভাবিক।

চারুশিল্পাকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র পতন

—•—

কলিকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীকে বাঙলার প্রতিভাপুরী বলা চলে। কারণ রবির কিরণ যেমন সমস্ত জগৎকে আলোকিত করে, কাব্যাকাশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রভা সমস্ত জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়াছে, একথা বলিলে যেমন

অত্যুক্তি হয় না, কবিগুরুর যোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র, স্বনামধন্য চিত্রশিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে চিত্র শিল্পাকাশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক বলিলেও তেমনি বেশী বলা হয় না। সমস্ত শিক্ষিত জগৎ তাঁহার চিত্রাঙ্কন প্রতিভায় মুগ্ধ। ইহা কেবল ঠাকুর বাড়ীর গৌরব নহে। সমস্ত ভারত বিশেষ করিয়া বাঙলা ইহার গৌরবে গৌরবান্বিত। গত ৫ই ডিসেম্বর বুধবার রাত্রি দশ ঘটিকার সময় তিনি তাঁহার মরজগতের সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া, যে শিল্পী হংসগণকে শুক্লবর্ণে, শুক পক্ষীকে হরিদ্বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন, যিনি শিখিগণকে সুচিত্রিত করিয়াছেন, সেই অনুপম শিল্পীর আহ্বানে অমরধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার এই মহাপ্রয়াণে সারা ভারত শোকাচ্ছন্ন। এই সব কীর্ত্তিমান পুরুষের এক একটি তুলির টান তাঁহাদের চিরঅমরত্ব প্রদান করে। ইঁহাদের দেহই ধ্বংস হয় গুণ কল্পান্ত কাল স্থায়ী। "শরীরং ক্ষণবিধ্বংসী কল্পান্তস্থায়িনো গুণাঃ।"

কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থিগণ কি নির্ব্বাচক (ভোটার) গণের প্রতিনিধি হইতে পারিবেন ?

যারা ভোট দিয়া কংগ্রেসী প্রার্থীকে গদিতে বসিবার যোগাড় করিয়া দিবেন, গদিতে বসিয়া তিনি কি তাহাদের হিতার্থে কিছু করিতে পারিবেন ? এই কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যদি বলেন—হাঁ পারিব। তাহা হইলে তিনি ঠিক কথা বলিলেন না—জানিবেন। দরবারে যিনি প্রধান মন্ত্রী তিনিই এঁদের উপর সর্দ্দারী করিতে হকদার। তিনি যাহা বলিবেন ইঁহারা তাহাই করিতে বাধ্য। ছায়া যেমন কায়ার পেছন পেছন যায়, ইঁহারাও তাই। তিনি যদি বলেন এদিকের জল ওদিকের জল অপেক্ষা উঁচু। ইহারা সমস্বরে বলিবে আজ্ঞা ঠিক ! ঠিক !! ঠিক !!! কীর্ত্তনের দলের তিনিই মূল গায়েন। মূল গায়েন যেই বলে গৌর এসোহে। এরা সবটুকু না বল্‌লেও তালে তালে মাথা নেড়ে বলে—হে।

নিজ বাসভূমে !

কর্ত্তা—হাইকোর্টের ক্ষমতা নাই বিচার করার। আর উপায় নাই !

গিন্নি—উদর পূরণে ভুল হয় না ফরম পূরণে ভুল করো ! তোমার লেখা প্রথম পত্রখানা যত্ন ক'রে রেখেছি। লাইনে লাইনে বানান ভুল। বাবা কি গাধার হাতে আমায় দিয়েছেন !

কর্ত্তা—(নেপথ্যে) গাধা না হ'লে কি এমন ধোপানীর বোঝা বই !

গিন্নি—আমার সামনে আর এসো না, বল্‌ছি।

বে-কংগ্রেসী যদি দরবারে কথা তোলে—"কন্ট্রোল উঠে যাক। ধান ধরা ঘুচে যাক।" কংগ্রেসের দল পুরু থাকলেই তাদের সর্দ্দার যদি বলে না যা আছে তাই থাকবে। অমনি কংগ্রেসের ঝাঁককে ঝাঁক তার পেছনে সেই ডাক ডাকবে। সেখানে যিনি সভাপতি থাকেন, তিনি তখন যারা 'হাঁ' বলে, আর যারা 'না' বলে, তাদের দুটো ঘরে যেতে বলেন, যারা বেশী হবে তাদের কথাই থাকবে। কংগ্রেসী মেম্বর কারো নয় ওদের দলে পুরু হলেই যেমন চল্‌ছে তেমনি চল্‌বে।

ভোট মাগে বাছাধন দ্বারে দ্বারে ফিরি।
তক্তে ব'সে করে শেষে দন্ত কিড়িমিড়ি॥

সুতী নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের

ভোটারগণের প্রতি

নিবেদন

আমি স্বতন্ত্র-প্রার্থীরূপে বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্যপদপ্রার্থী। আমার প্রতীক-চিহ্ন বাই-সাইকেল। জন-সমর্থন আমার কাম্য।

শ্রীরাধানাথ চৌধুরী, নিমতিতা

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২৫শে জানুয়ারী ১৯৫২

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

৩৪৭ খাং ডিঃ ভূজঙ্গভূষণ দাস দিং দেং রূপজান বিবি নাবালিকা পক্ষে অলি ভ্রাতা ও স্বয়ং চমৎকার সেখ দিং দাবি ২০৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তেঘরী ৩২ শতকের কাত ১৷৵৬ পাই আঃ ৫৲ খং ১২৯ কোর্ফা দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট দেশাচার অনুসারে

৩৮৭ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৩৷৵৯ মৌজাদি ঐ ৩২ শতকের কাত ১৵০ আঃ ৫৲ খং ১২৯ ঐ স্বত্ব

৬১৪ খাং ডিঃ ঐ দেং ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় দিং দাবি ৩৪৵৬ থানা ঐ মৌজে দোনলীয়া ১৪৭ শতকের কাত বৃদ্ধি-সহ ৪৫৪ পাই আঃ ১০৲ খং ৭১ রায়ত স্থিতিবান

২৬০ খাং ডিঃ বাঁশরীমোহন সেন দিং দেং ভোলানাথ দাস দিং দাবি ২৬৸৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পুঠিয়া ৮২ শতকের কাত ৩৫৭ আঃ ১৫৲ খং ৯৬ রায়ত স্থিতিবান

৪৫৯ খাং ডিঃ ঐ দেং নিখিলরঞ্জন সরকার দাবি ৩৬৷৵০ থানা ঐ মৌজে তালাই ১১৬ শতকের কাত ৪৷৵২ আঃ ২০৲ খং ৫৩৭

৫২৮ খাং ডিঃ ঐ দেং শ্যামাপদ মাঝি দিং দাবি ১৪৸৵০ থানা ঐ মৌজে বাড়ালা ১৬ শতকের কাত ৷৵৮ আঃ ৫৲ খং ৭৯১

৩৫৬ খাং ডিঃ নেহালিয়া ট্রাষ্ট এষ্টেটের ট্রাষ্টি সুরেন্দ্র-নারায়ণ সিংহ দিং দেং রোস্তম সেখ দিং দাবি ২৬৸৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ঘোড়শালা ৩০ শতকের কাত নিজাংশে ৷৵১ আঃ ৫৲ খং ২২১

৩৫৭ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৬৵৩ মৌজাদি ঐ ৪৫ শতকের কাত ৷৵৫ আঃ ১৫৲ খং ২১৯

৩৫৪ খাং ডিঃ ঐ দেং ধরমচাঁদ সেরাওগী দিং দাবি ২৩৷৯ থানা ঐ মৌজে দেউলী ৮৬ শতকের কাত নিজাংশে ১৵১ আঃ ১৫৲ খং ২৪

৩৫৫ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৮৸৵৯ মৌজাদি ঐ ১৩৮ শতকের কাত ১৸৵০ খং ২৫

২৩৮ খাং ডিঃ দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায় দেং আবদুল গনি সেখ দাবি ২১৸৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জয়রামপুর ৯৮ শতকের কাত নিজাংশে ১৫১০ আঃ ১০৲ খং ১১৭

২৩৯ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩৭৷৵০ মৌজাদি ঐ ৪১৭ শতকের কাত নিজাংশে ২৮৸৪ আঃ ১৪৷০ খং ১১৬

৩৫৮ খাং ডিঃ ঐ দেং যুগলমণি দাসী দাবি ১৮৸৬ থানা ঐ মৌজে রামেশ্বরপুর ২১ শতকের কাত ৵৪ আঃ ৫৲ খং ৫২

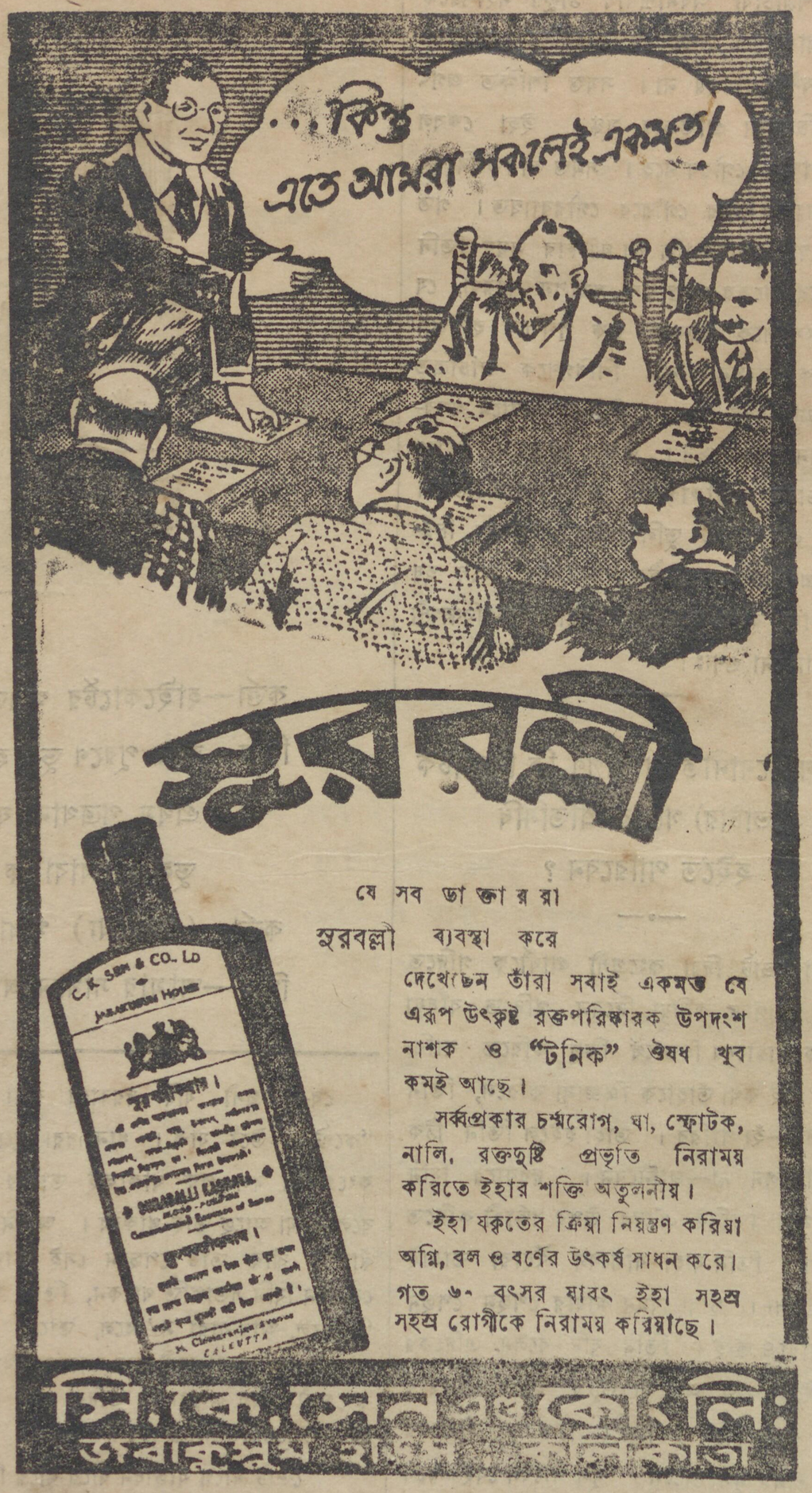

সুরবল্লী

যে সব ডাক্তার রা
সুরবল্লী ব্যবস্থা করে
দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত